The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প 'দেবাংশী' : প্রধান চরিত্র সারবান লোহারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জনচেতনার জাগরণ

Tumpa Saha
Former Student, Dept. of Bengali, Gour Banga University, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400057

Abstract

অভিজিৎ সেন বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম বিশিষ্ট কথাকার। মূলত নিম্নবর্গীয় সমাজ এবং সেই সমাজের লোকাচার-বিশ্বাসকে কেন্দ্রে রেখে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। আলোচ্য 'দেবাংশী' গল্পটিও এই নিম্নবর্গীয় সমাজ জীবনেরই একটি দলিল। গল্পের প্রধান চরিত্র দেবাংশী সারবান লোহার। গ্রামবাসীদের কাছে তার কথা দৈববাণীর সমান। মনসার থানে যখন তার ওপর ঐশী শক্তি ভর করে তখন সে যা বলে তাই সত্য হয়। বিপদে-আপদে তাই মানুষেরা তার শরণাপন্ন হয়। এই দেবাংশী সারবান লোহারের মানসিক পীড়ন, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে একজন সাধারণ মানুষে রূপান্তরের আখ্যানের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহায় সাধারণ মানুষের গণ-অভ্যুত্থানই এই গল্পের মূল বিষয়। পাশাপাশি লোকায়ত সংস্কার, বিশ্বাস ও ধর্মকে আশ্রয় করে গ্রামীণ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির চিত্রও এই গল্পে উঠে এসেছে।

Keywords: *দেবাংশী, ভর, নিম্নবর্গ, শ্রাবণ সংক্রান্তি, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস*

মুল আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের বাঁকে একটি অন্যতম সংযোজন হল প্রান্তজন সমাজের জীবনচর্চা। শুধু মহৎ জীবনচর্চা নয়, খেটে খাওয়া অসহায় মানুষজন ও তার পাশাপাশি সমাজচ্যুত অন্ত্যজ মানুষদের জীবনের কথাও সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে। আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক লগ্নে যেসব নকশা বা উপন্যাস রচিত হয়েছিল সেখানে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের জীবন-যাপন, তাদের সুখ-বিলাসিতা প্রভৃতি বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীই হল সেই সন্ধিলগ্ন যখন থেকে সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কথা, তাদের জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলি সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করল। সমাজের এই নিম্নবর্গীয়দের কথা যে বিংশ শতাব্দী থেকেই সাহিত্যে উঠে আসছে এ কথা বললে একটু ভুল হবে, কেননা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন যে 'চর্যাপদ' সেখানেও সমাজের এই প্রান্তীয় মানুষদের কথা পাওয়া যায়। আবার পাশাপাশি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যাখ্যানেও এই সমাজের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে বিশ শতকে 'সাব-অল্টার্ন' অর্থাৎ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বাংলা সাহিত্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখেরা তাঁদের রচনায় এই প্রান্তীয় মানুষদের দুঃখ-দারিদ্র্য, দৈনন্দিন লড়াই-সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। এই একই বিষয়কে হাতিয়ার করে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন অভিজিৎ সেনও তবে কিছুটা ভিন্ন পথ ধরে। মূলত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে কেন্দ্রে রেখে তিনি ব্রাত্য সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক সমস্যা ও সংকটের চিত্র তাঁর গল্পে-উপন্যাসে যথার্থ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে জীবিকাসূত্রে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন এবং খুব কাছ থেকে এইসব মানুষদের দেখেছেন। আর বোধহয় সেই কারণেই সাহিত্যে তাদের নিখুঁত জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অভিজিৎ সেন তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে যেসব মানুষদের কথা

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বলেছেন তাদের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই নির্ভর করে রয়েছে সেই সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের ওপর। অভিজিৎ সেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

"মিথ ও লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমারও বিশ্বাস। আমাদের লেখালেখির বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলোকে এভাবে চিনবার এবং চেনাবার চেষ্টা খুব একটা বেশি হয়নি।"[i]

এই মিথ ও অন্ধ লোকবিশ্বাস কীভাবে একটি সমাজকে পরিচালিত করে 'দেবাংশী' গল্পটিতে অভিজিৎ সেন তারই একটি খণ্ডচিত্র এঁকেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র সারবান লোহারের ব্যক্তিজীবনের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি কীভাবে অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসের বেড়াজাল ছিঁড়ে সাধারণ গ্রামবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে জাগরণ ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে।

'দেবাংশী' গল্পের দেবাংশী হলেন সারবান লোহার। গল্পে লেখক সারবানের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের দেবাংশী-জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণ অর্থে দেবাংশী কথাটির অর্থ হল দেবতার অংশ। সাধারণের ধারণা এই যে দেবতা যাদের ওপর ভর করে নিজের মনের কথা প্রকাশ করে করেন, তারাই হলেন দেবাংশী আর এই সময় তারা যা বলেন তা সবই দৈববাণী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই দেবাংশীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও মানুষেরা এই ধারণায় বিশ্বাস করেন। অভিজিৎ সেন নিজেও একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে,

"একাধিক দেবাংশী আমি দেখেছি। তারা এখনো আছে, এখনো দেবতা তাদের ওপর ভর করে। এখনো তারা মানুষের হিতাহিত নির্ধারণে একধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করে। শুধু উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোতেই নয়, রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে "দেয়াসি" এবং "দেয়াসিনী"-রা আছে। দেবাংশীরা লোককথা এবং বাস্তব দুই জীবনেই আছে।"[ii] দেবাংশী সারবান লোহারের চরিত্রটি নির্মাণেও তিনি বাস্তব থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

গল্পের দেবাংশী সারবান লোহার গ্রামের একজন নামি দামি মানুষ। কোনো ওঝা বা গুণী সে নয় আবার কোনো কবিরাজিও সে জানে না। অথচ মানুষ তার ক্ষমতায় বিস্মিত হয়। তার কথার ওপর চলে না কোনো প্রতিবাদ — সবটাই মানুষ অমোঘ নিয়মের মতো মেনে নেয়। গ্রামবাসীদের কাছে এমনই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আসনে সারবান অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজায় তার ভর আসে। এই সময় দেবতা তার দেহকে আশ্রয় করে এবং সে যা বলে সবই গণ্য হয় দৈবী মহিমারূপে। মানুষেরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে সারা বছর। মনসার থানে সারবান যখন ভর আসে তখন ভক্তরা একে একে তাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও নানান সমস্যার কথা তার কাছে নিবেদন করে এবং দেবাংশী তাদের **'এক চিমটি থানের মাটি তুলে দিত জলে গুলে খাওয়ার জন্য। অথবা হাতের চামরের দু'গাছা পাটের ফেঁসো ছিঁড়ে দিত মাদুলি করে ধারণ করার জন্য। কাউকে 'হাঁ' বলত, কাউকে 'না'।**[iii] দেবাংশী সারবানের মাহাত্ম্যের কথা এইভাবে আশে পাশের দশ-বিশ গ্রামেও ছড়িয়ে যেতে থাকে। সব ঠিকই চলছিল কিন্তু বছর পাঁচেক আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা সারবানের সহজ সরল জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। পাঁচ বছর আগের এক শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সেতু বর্মন নামে গ্রামের একজন যখন তার কাছে আর্জি জানায় - **"মাতাজি, মণ্ডল ফ্যারোৎ কোবলা ফ্যারোৎ দিবার চাছে না। উপায় করি দ্যাও মাতাজি - লয়তো ছোল পোল নি মরি যামো।"**[iv] তখন ঘোরের মধ্যেও সারবান চমকে ওঠে। এ পর্যন্ত যত মানুষ তার কাছে এসেছে তাদের চাওয়া ছিল নিতান্তই সাংসারিক সুখ-দুঃখের চাওয়া। কেউ রোগমুক্তি, কারো সন্তানের দীর্ঘায়ু আবার কেউ বা বন্ধ্যা সন্তানবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত সাধারণ বিষয় নিয়ে তার কাছে আসত। কিন্তু সেতু বর্মনের আগে বিচারের দাবি নিয়ে কেউ কখনো তার কাছে আসেনি। তাই সেতুর আবেদন শুনে এত বছরের দেবাংশী জীবনে সারবানের প্রথম নিজেকে এতটা অসহায় মনে হয়। এতদিন সে অবসন্ন ইন্দ্রিয়ে যাকে যা মনে হত তাই বলত কিন্তু এই প্রথমবার সারবান তার ভক্তকে বলবার কোনো ভাষা খুঁজে পায় না। বরং সেতুর এই কাতরতা ঘোরের মধ্যেও সারবানকে নিজের পঞ্চাশ বছর পূর্বের অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করায় - **"পরক্ষণেই আবার পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যায় সারবান। চেতন-অবেতনের যেন খেলা চলতে থাকে তার ভিতরে। এসব কি নতুন কিছু? সারবানের বাপ হীরামন লোহার তো কোবলাও করেনি। শুধু মুখের কথায় পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিল দৈত্যারির বাপ রঘুনাথ মণ্ডলের কাছে। সারবানের মায়ের কঠিন অসুখে চিকিৎসার দরকার হয়েছিল। মা বাঁচেনি। দেনা শোধ করে জমি ফেরত পাবার আশায় অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে দু'বছরের মধ্যে হীরামনও মরে।**

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আট ন' বছর বয়সে সারবান তখন রঘুনাথের বাড়িতে রাখালি করতে আসে। তারপর একদিন খেরাতলায় বিরাম গুণমান ঘোষণা করে, সে দেবাংশী এবং পঁচিশ টাকায় তাকে কিনে নিয়ে যায়।"[v]

মাত্র দশ বছর বয়সে বিরাম গুণমানের হাত ধরে সারবানের দেবাংশী জীবনে পদার্পণ। প্রথম প্রথম বিরামই তার হয়ে মানুষকে নিদান দিত। ধীরে ধীরে সারবানের সমস্তটা আয়ত্তে এসে যায় এবং তার প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস দেখে সারবানের নিজেরও ধারণা জন্মায় সে যথার্থই দেবাংশী। তাই সেতুকেও তার দৈববাণী শোনাতে হয় - **"জমিনের দখল ছাড়বু নাই সেতু। মণ্ডল উচ্ছেদ করবা চালে, মাও বিষহরির নামেৎ বাঁধা দিবু। আর এই নি' মায়ের থানের মাটি।"**[vi] সারবান নিজেও বুঝতে পারে না কোন্ শত্রুতার বিষে সে ইন্ধন দিল। এরপর থেকে সারবানের ভক্তরা তার কাছে নতুন নতুন অভিযোগ আনতে শুরু করে। আগে যেখানে তারা রোগের প্রতিকার চাইত এখন তার পরিবর্তে তারা জানায় মালিক আধি উচ্ছেদ করতে চায়, কেউ জানায় ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে কেউ মারতে চায় আবার কেউ বা এসে জানায় মামলা মোকদ্দমার কথা। এখন আর কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা নয়, সময়ে-অসময়ে মানুষ এখন তার কাছে ভিড় জমাতে থাকে শুধুমাত্র তার কথা শোনার জন্য, তার পরামর্শ নেবার জন্য। কত লোকের কত শত আর্তি সারবান সব শোনে কিন্তু তার নিদানের ঝুলি যে শূন্য; কী করবে কিছুই ভেবে পায় না সে। সারবান বুঝতে পারে — **"সে যে দেবাংশী, তার মুখের কথায় যে নিহিত থাকে অমোঘ শক্তি, যে শক্তি দুর্বল মানুষকে নিমেষে উজ্জীবিত করতে পারে মারাত্মক প্রতিজ্ঞায়। সেতুবর্মণ বন্যার মুখে বাঁধের মাটি কোদাল দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে যেন।"**[vii]

এই ঘটনার পর থেকে সারবানের ভয় হয় যে বড় কোনো সমস্যায় সে পড়তে পারে এবং তার আশঙ্কা মতো একদিন দৈত্যারি মণ্ডল তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠায়। দৈত্যারি সারবানকে সাবধান করে যে দেবাংশী হয়ে তার এইসব সহায়-সম্পত্তির ঝামেলার মধ্যে থাকা ঠিক নয়। সব বুঝতে পেরেও সারবান অবুঝের ভান করে বলে — **"বিষহরির ভর হলে, বিষহরি নিজে কথা কয় মালিক। মঁয় তো নিমেত্ত।"**[viii] সারবান বুঝতে পারে যে দৈত্যারি প্রতিপত্তিশালী মানুষ। দেবাংশীর রোষের ভয় কিছুটা থাকলেও দৈত্যারি জানে যে ভয়কে ভয় পাইয়ে দিতে না পারলে গ্রামে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের মেজাজ যেভাবে দিনে দিনে চড়ে উঠছে তাতে সে বড় কোনো ঝামেলায় পড়বে। তাই দৈত্যারি সারবানকে তার সঙ্গে চক্রান্তে সামিল হওয়ার কথা জানায়— **"বিষহরির সেবক দেবোংশী তার রায় ঘুরাবে।"**[ix] এই কথা শুনে সারবানের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। সারবান বুঝতে পারে দৈত্যারির কাছে সে **'এতটুকুও দেবাংশী নয়!'**[x] দৈত্যারি কেবল তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। এতদিন ধরে মানুষ তাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে দৈত্যারি এক লহমায় তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সারবান এটা কিছুতেই মানতে পারে না। দমবন্ধ করে নিজেকে সংযত করতে চাইলেও সারবান উত্তেজিত হয়ে দৈত্যারিকে বলে ফেলে— **"তুমার বাপ মোক বেঁচিছিল, ফের তুমু আইজ মোক কিনবা চামেন, ইথে আর আশ্চর্য কি! সাবধান মণ্ডল, সাবধান! মঁয় বিষহরির সেবক, মঁয় দেবোংশী।"**[xi] সারবানের এই আস্ফালন দৈত্যারিকে বিস্মিত করে। যার কাছে দাদন নিয়ে, যার জমিতে ভাগচাষ করে, যার অনুগ্রহে এ গ্রামের বেশিরভাগ লোক বেঁচে থাকে তার সাথে এত উঁচু গলায় কথা বলার সাহস সারবান কোথা থেকে পায় দৈত্যারি তা ভেবে পায় না। এইরকম বাদ-প্রতিবাদ চলাকালীন হঠাৎ-ই সারবান চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়। উপরে যতই তাচ্ছিল্য দেখাক বাড়িতে এসে অপমানিত হয়ে সারবান ভরে পড়ায় দৈত্যারিও ভয় পেয়ে যায়, তাই বউয়ের চোপার সামনে সে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এই ঘটনার ছয় সাত দিন পর দৈত্যারি সর্পাঘাতে মারা যায়। সবাই বলাবলি করতে থাকে যে দেবাংশীকে অপমান করায় তার এইরকম ভীষণ ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু দৈত্যারির এই মৃত্যুর ঘটনায় সারবানের ভিতরে নানারকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। নানা রকম প্রশ্ন সারবানের মনে উঁকি দিতে থাকে। সারবান বুঝতে পারে না যে কী সত্যিই দেবাংশী? তার অপমানে কুপিত হয়েই কী দেবতা দৈত্যারির এরকম মৃত্যু ঘটিয়েছেন? — দৈত্যারির বউ তার সামনে মাথা কুটলেও সারবান স্থাণুর মত বসে থাকে। বাড়ি এসে ঘটের সামনে বসে সারবান কেঁদে কেঁদে বলে - **"আমাকে রক্ষা কর্ মা। আমি এরকম ক্ষমতা চাই না, মা।"**[xii] ভিতরে ভিতরে সারবান এক ধরনের মনোকষ্টে ভুগতে থাকে।

দৈত্যারির সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামবাসীদের কাছে সারবানের মহিমা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সারবান এতে ভয় পায়। সে বুঝতে পারে একদল মানুষ তাকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের অলৌকিক প্রকল্প ভাবতে শুরু করেছে আবার পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র মানুষেরাও তাকে কল্পতরু জ্ঞানে অসম্ভব সব আশা-ভরসা নিবেদন করতে থাকে। কেউ কেউ আবার প্রলোভন দেখিয়ে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তাকে হাতে রেখে নিজেদের কার্য সিদ্ধি করাতে চায়। এমনকি সারবান নিজেও তার হারানো পৈত্রিক পাঁচ বিঘা সম্পত্তি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পারে না। ধীরে ধীরে সারবানের নিজের মধ্যেই এক ধরনের স্ববিরোধিতা তৈরি হয় কিন্তু স্ত্রী-পুত্র কাউকেই সে কিছু বোঝাতে পারে না। এইসব ঘটনার মধ্যেই গ্রামেরই দুজন জাফর ও রোহিণীর জমি সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তিও সারবানকে করতে হয়। কিন্তু এই নিষ্পত্তি করতে গিয়ে তাকে নিজের সাথেও কঠোর প্রতারণা করতে হয়। ক্রমে সারবান বিভিন্ন আশঙ্কায় আরও ভীত হয়ে পড়ে। সারবান বুঝতে পারে বিষহরির শক্তি আর তার শক্তি যে এক নয়, তা যদি সবাইকে বোঝাতে না পারে তাহলে সে নিজেও নিস্তার পাবেনা। সারবানের ভিতরে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। আকুল হয়ে মা বিষহরির কাছে সারবান মুক্তি চায় - **"ই দায় থিকা মোক এবার রেহাই করি দে মাও।"**[xiii] কিন্তু রেহাই সে পায় না। সারবান ভাবতে থাকে পরিবার নিয়ে এমন কোনো জায়গায় চলে যাবে যেখানে কেউ তাকে দেবাংশী বলে কোনোদিন জানবে না, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত করে সেখানে সে বাঁচবে। সারবান বুঝতে পারে এখানে থাকলে মানুষ তাকে পাগল করে দেবে। কিন্তু অত সহজে কিছুই হয় না।

এদিকে দৈত্যারির মৃত্যুর পর তার ছোট ছেলে বিনোদ শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসে এবং সেতুবর্মনের জমি দখল নিতে চায়। কিন্তু পূর্বে দৈত্যারির মৃত্যুর ঘটনায় সাহসে ভর করে সেতু বিনোদের কথাকে তেমন পাত্তা দেয় না। পরে এই বিনোদ পরিকল্পনা করে সেতুর মেয়ে বারুনীবালাকে ধর্ষণ করে। এদিকে বারুনীবালা কাউকে কিছু না জানিয়ে শ্রাবণ সংক্রান্তির অপেক্ষায় থাকে। দেখতে দেখতে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন চলে আসে। পূজারদিন দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়ে লোহারার মেলা উপচে পড়ে কিন্তু পূর্বের মত সারবানের আর ভর আসে না। হাজার হাজার মানুষ তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু অলৌকিক কোনো শক্তি আর তার শরীরকে অধিকার করছে না। সারবান বুঝতে পারে দেবতা আর তার দেহকে অধিকার করে নেই। যদিও কোনোদিন ছিল কিনা তাও জানে না সারবান। নিজেকে খুব হালকা লাগে তার - এখন সে আর দেবাংশী নয়, একজন সাধারণ মানুষ সারবান লোহার। কিন্তু চারপাশের আশাহত মানুষদের কাতরতা তাকে এ-ও ভাবাতে থাকে— **"মানুষ কি ছাড়বে তাকে? মানুষের যে একজন দেবাংশীর বড় দরকার। কোথায় আর্তি জানাবে এই মার খাওয়া, অসহায় মানুষ?"**[xiv] ঠিক এই মুহূর্তে সেতুর মেয়ে বারুনীবালা তার ধর্ষকদের শাস্তির বিচার চায় দেবাংশীর কাছে। কিন্তু সারবান শান্তস্বরে তাকে জানিয়ে দেয়— "**আমি দেবোংশী লয় মাও, আমি একজনা সাধারণ মানুষ।"**[xv] কিন্তু নাছোড়বান্দা বারুনীর কাতরতা দেখে সারবান তাকে আশ্বাস দেয়— **"মানুষের কাছেৎ বিচার চাও মাও। এই যি এতজনা মানুষ আছে, তুমার বাপ ভাই আছে, তুমার সোয়ামি আছে, ইয়াদের কাছেৎ তুমার আর্জি জানাও।"**[xvi] বারুণী বিনোদ ও তার সঙ্গীদের চিহ্নিত করলে তাদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে সারবান উত্তাল জনতাকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় - **"মানুষ দুইটা মহাপাপী। তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামি আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজ্জৎ বাঁচাবার দায় তুমাহোরের সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্দ হউক, তবেই ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবোংশীর একার লয়।"**[xvii] এরপর জনতার ভিড় সংঘবদ্ধ হয়ে বিনোদ ও তার সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে। **"সবার উপরে সারবানের ঋজুদেহ খেরা থানের গণ্ডির বাইরে। বিনোদ পিছিয়ে আসতে আসতে গণ্ডির ভেতরে ঢুকে পড়ে।"**[xviii]

পরিশেষে বলা যায়, অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' শুধু একজন দেবাংশীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রূপান্তরের গল্প নয়, এটি একটি গণ-জাগরণের গল্প। অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাস কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে লেখক এই গল্পে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি এই বিশ্বাস ও সংস্কারের নাগপাশ ছিঁড়ে সাধারণ মানুষের সার্বিক জাগরণের বিষয়টিও দেখিয়েছেন। এই গোষ্ঠীগত অভ্যুত্থানই 'দেবাংশী' গল্পের মূল বিষয়। পাশাপাশি গল্পে গ্রামীণ অর্থনীতির বিষয়গুলিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। প্রচলিত গ্রামীণ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নব্য ধনী শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গল্পের শ্রেণী-সংঘাতের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

সেন, অভিজিৎ। 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', নিসর্গপত্র পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
সেন, অভিজিৎ। সাক্ষাৎকার, 'নিসর্গ', গদ্য সংখ্যা বর্ষ-৯, ১৯৯৪।
সেন, অভিজিৎ। 'দেবাংশী', শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা, দে'জ, ২০২০।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তথ্যসূত্র

[i] 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' পৃষ্ঠা: ১৮৮

[ii] 'সাক্ষাৎকার' পৃষ্ঠা: ১৬৮

[iii] 'শ্রেষ্ঠ গল্প' পৃষ্ঠা: ২৯

[iv] তদেব, পৃষ্ঠা : ২৯

[v] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩২

[vi] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৫

[vii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৬

[viii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৭

[ix] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৯

[x] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৯

[xi] তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৯

[xii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪০

[xiii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৩

[xiv] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৭

[xv] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৭

[xvi] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৮

[xvii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৯

[xviii] তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৯

All rights reserved. © 2026